[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আ’লীগ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না: হাছান মাহমুদ

আওয়ামী লীগ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না বলে মন্তব্য করেছেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন এটা ঠিক যে, অপরাধীরা অনেক সময় বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। আমাদের দল কোনো ধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে না।

বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী আহমেদের সাম্প্রতিক মন্তব্য ক্রসফায়ার-গুম-খুনে রাষ্ট্র অমানবিক হয়ে উঠছে- এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডে সরকারি বাসভবনে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপিই ক্রসফায়ার-গুম-খুন শুরু করেছিল বলে মন্তব্য করে হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে প্রতি বছর ৩১৭ জনের বেশি ক্রসফায়ারে, গুম হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এ সংখ্যা ১৮৭।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি যখন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন, তখনই ক্রসফায়ার চালু করে। অর্থাৎ, খুনের রাজনীতির মাধ্যমেই যাদের উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠা, যারা দেশে গুম-খুনের রাজনীতি শুরু করেছিল। তারা যখন এ ধরনের কথা বলে, তখন তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

হাছান মাহমুদ আরও বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে এবং করোনা মহামারীতে দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তা সারা বিশ্বের সামনে মানবিকতার পরম উদাহরণ। বিএনপি এ ধরনের কোনো উদাহরণ তৈরি করতে পারেনি। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানির পর সংসদে দাঁড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়া চরম দায়িত্বহীনভাবে বলেছিলেন, যত মানুষ মারা যাওয়ার কথা ছিল, তত মারা যায়নি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ আশা করেছিল, করোনার এ সময়ে বিএনপি

বাদানুবাদের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের চিরাচরিত মিথ্যাচার আর বিষোদগারের রাজনীতি ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি তারা মানুষের পাশেও দাঁড়ায়নি। করোনা মহামারীর মধ্যে লোকদেখানো ত্রাণ বিতরণের ফটোসেশনের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমিত রেখেছে। সূত্র-যুগান্তর

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি করোনামুক্ত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) জয় করে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। তার করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

শনিবার দুপুরে তিনি হাসপাতাল ছেড়েছেন বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাণিজ্যমন্ত্রী হাসপাতাল থেকে দুপুরের দিকে বাসায় ফিরেছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি আরও কিছুদিন বিশ্রামে থাকবেন। তিনি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দোয়া কামনা করেছেন।

করোনা আক্রান্ত হয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী গত ১৭ জুন রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে এতদিন চিকিৎসা নিয়ে শনিবার বাসায় ফিরলেন তিনি।

এইচএসসিতে পরীক্ষা কমানোর কথা

ভাবছে সরকার

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে এনে কম সময়ে তা শেষ করার পরিকল্পনা করছে সরকার।

শনিবার এডুকেশন রিপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ইরাব) আয়োজিত ‘করোনায় শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘এবারের এইচএসসির সিলেবাস কমানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই, কারণ তারা (শিক্ষার্থী) তাদের তো তাদের সিলেবাস সম্পন্ন করেছে। এখন হতে পারে, যে হ্যাঁ, পাবলিক পরীক্ষা (এইচএসসি) নেওয়া হবে, আবার এত লাখ লাখ পরিবার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, এত প্রশাসনের মানুষ, এত শিক্ষক- সবাইকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব? আমরা সেটিকে, আমরা কম সময়ে করতে পারি কি না, কম সংখ্যক পরীক্ষা নিতে পারি কি না- আমরা সবকিছুই কিন্তু ভাবছি।’

করোনা পরিস্থিতি ‘অনুকূলে’ আসার ১৫ দিন পর এইচএসসির পরীক্ষা নেয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, ‘এইচএসসি পরীক্ষার নেওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। আমি আগেও বলেছি যখনই অনুকূল পরিস্থিতি হবে তার ১৫ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিতে পারব। এ ১৫ দিন শিক্ষার্থীদের নোটিশ দিতে হবে। তাদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে সময় দিতে হবে।’

গত ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে তা স্থগিত করা হয়। এরপর থেকে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে বন্ধ। সূত্র-যুগান্তর

পরিস্থিতি ‘অনুকূলে’ আসার ১৫ দিন পর এইচএসসির পরীক্ষা

করোনা পরিস্থিতি ‘অনুকূলে’ আসার ১৫ দিন পর এইচএসসির পরীক্ষা

নেয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেন, ‘এইচএসসি পরীক্ষার নেওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। আমি আগেও বলেছি যখনই অনুকূল পরিস্থিতি হবে তার ১৫ দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিতে পারব। এ ১৫ দিন শিক্ষার্থীদের নোটিশ দিতে হবে। তাদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে সময় দিতে হবে।’

শনিবার এডুকেশন রিপোর্টার অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ইরাব) আয়োজিত ‘করোনায় শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে করণীয়’ শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে এনে কম সময়ে তা শেষ করার ভাবনা সরকারের রয়েছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবারের এইচএসসির সিলেবাস কমানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই, কারণ তারা (শিক্ষার্থী) তাদের তো তাদের সিলেবাস সম্পন্ন করেছে। এখন হতে পারে, যে হ্যাঁ, পাবলিক পরীক্ষা (এইচএসসি) নেওয়া হবে, আবার এত লক্ষ লক্ষ পরিবার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, এত প্রশাসনের মানুষ, এত শিক্ষক- সবাইকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব? আমরা সেটিকে, আমরা কম সময়ে করতে পারি কি না, কম সংখ্যক পরীক্ষা নিতে পারি কি না- আমরা সবকিছুই কিন্তু ভাবছি।”

গত ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের সংক্রমণের কারণে তা স্থগিত করা হয়। এরপর থেকে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে বন্ধ।

যুগান্তর রিপোর্ট

দুই মন্ত্রণালয়ের টানাটানিতে দেশে কিট সংকট, বন্ধ আমদানি

অর্থের অভাবেই আটকে আছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ টেস্টের কিট আমদানি। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বলছে, কিট সরবরাহ করলেও এখনো একটি টাকাও পরিশোধ করেনি কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএইচডি)। তাই বন্ধ তাদের আমদানি। বিকল্প হিসেবে ছোট ছোট লটে কিট আমদানি করছে

সিএমএইচডি। অধিদপ্তরের হিসেবে গত তিন মাসে কিট এসেছে সাত লাখের বেশি। বর্তমান মজুদ প্রায় ত্রিশ হাজার, শনি-রবিবারে আসবে আরও একটি লট।

কিটের সরবারহ নেই তাই বন্ধ করোনা টেস্টের বুথ। কোথাও আবার নির্দিষ্ট সংখ্যার বাইরে চাইলেও টেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশজুড়ে রোগী বাড়লেও সেই তালে বাড়ছে না টেস্টের সংখ্যা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য মতে, এ পর্যন্ত সাত লাখের বেশি কিট আনা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ বিভিন্ন ভেন্ডরের মাধ্যমে ক্রয় করেছে কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার সিএসএইচডি। বাকি দুই লাখ এসেছে বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে।

কয়েক দফা একাধিক প্রতিষ্ঠান কিট সরবারহ করলেও এখনো তাদের একটি টাকা বিলও পরিশোধ করেনি সিএমএইচডি। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, টাকা না পেয়ে তারা নতুন করে আর এলসি খুলছেন না, তাই তারা বন্ধ রেখেছেন কিট আমদানি।
ওএমসি লিমিটেডে পরিচালক মারুফ আহমেদ বলেন, এখন এমন একটা অবস্থা কোম্পানি বন্ধ করে দিয়ে ওদিক সাপ্লাই দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ঔষধাগারতো কাউকে কোন বিলই দিচ্ছে না। বলে যে প্রসেসিং-এ আছে, এই কথাতে মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদের দোহাই দেয়া হয়। আমরা তো কোন তহবিল পাচ্ছি না তাই অর্ডারও দিতে পারছি না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, করোনা মোকাবিলায় ৯০০ কোটি টাকা বাজেট থাকলেও হাতে পেয়েছে মাত্র আড়াই’শ কোটি টাকা। বাজেটের অন্তবর্তীকালীন সময় হওয়ায় বাকি বরাদ্দ পেতে রয়েছে কিছু জটিলতা। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন বক্তব্য মেলেনি।

চলতি মাসের শেষের দিকে সঙ্কট মিটবে বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, সরকারের ক্রয় প্রক্রিয়া ৩০ জুনের পরে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর তৈরি করবো। তারপরে একসাথে অনেক দিনের জন্য কিনে এনে মজুদ করতে পারবো।
সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সরকারের ব্যাংক ঋণ কমছে

হঠাৎ ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। প্রায় ৮০ হাজার কোটি থেকে কমে বর্তমানে তা ৬২ হাজার কোটি টাকায় নেমে এসেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে প্রচুর ঋণ পাচ্ছে বাংলাদেশ। এ কারণে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ না নিয়ে উল্টো পরিশোধ করছে সরকার। সে কারণে সরকারের ব্যাংক ঋণ কমছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিদায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৮০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকেই কমতে শুরু করে। ৩১ মে ব্যাংক ঋণ কমে ৬৪ হাজার ২৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এরপর ১১ জুন তা ৬২ হাজার ৯৭০ কোটি টাকায় নেমে আসে।

সূত্র জানায়, গত দেড় মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, এআইআইবিসহ আরও কয়েকটি সংস্থার ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) ডলারের বেশি ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যোগ হয়েছে। বুধবারও চীনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (এআইআইবি) ২৫ কোটি ডলার ঋণ যোগ হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই বিশ্বব্যাংকের একটি ঋণের ২৫ কোটি ডলার যোগ হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। তিনি বলেন, করোনায় সবকিছু প্রায় স্থবির হয়ে পড়ায় রাজস্ব আদায় আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। তাই ধারণা করা হচ্ছিল, এবার অর্থবছর শেষে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। সে কারণে সংশোধিত বাজেটে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৪২১ কোটি করা হয়। কিন্তু বিপদের এই দিনে প্রচুর বিদেশি ঋণ পাওয়ায় এখন আর ব্যাংক থেকে সরকারকে ঋণ নিতে হবে না। উল্টো শোধ করে অভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা কমাতে পারবে। ইতিমধ্যে সেই কাজটি শুরুও করে দিয়েছে সরকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, করোনা মোকাবেলায় ৩ জুন আইএমএফের ৭৩ কোটি ২০ লাখ ডলারের জরুরি সহায়তা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যোগ হয়েছে। এর আগে ১৫ মে এডিবির ২৫ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা রিজার্ভে যোগ হয়। ২০ মে যোগ হয় আরও ২৫ কোটি ডলার।

এছাড়া বিশ্বব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক-আইএসডিবি এবং এআইআইবি-এই তিন সংস্থার প্রায় ৬০ কোটি ডলার ঋণ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পেয়েছে বাংলাদেশ। আর এতেই ২৪ জুন রিজার্ভ বেড়ে ৩৫ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় ঠেকেছে, যা আগে কখনও দেশে ঘটেনি।

আশানুরূপ রাজস্ব আদায় না হওয়া, সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমে যাওয়ায় চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে সরকার ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে করোনাভাইরাসের সংকট শুরু হওয়ায় ঋণনির্ভরতা আরও বেড়ে যায়। মূল বাজেটে ব্যাংক?ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা থাকলেও সংশোধিত বাজেটে তা বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৪২১ কোটি টাকা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাজেট ঘাটতি মেটাতে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংক থেকে ৮৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার প্রস্তাব করেছেন। সূত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে সহকারী কর কমিশনারের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সহকারী কর কমিশনার এসএম আবুল খায়ের মৃত্যুবরণ করেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

এদিকে আয়কর বিভাগে এ নিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে দুইজন কর্মকর্তা মারা গেলেন। এর আগে ৮ জুন উপ কর কমিশনার সুধাংশু কুমার সাহা করোনা আক্রান্ত হয়ে যারা যান।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্যাকসেশন) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও কর কমিশনার মো. রেজাউল করিম চৌধুরী সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, আবুল খায়ের কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চল, ঢাকার পিআরএলরত ছিলেন। বিভাগীয় পদোন্নতিপ্রাপ্ত এ কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিক, লিভারে সমস্যাসহ নানা

জটিল রোগে ভুগছিলেন।

এই কর্মকর্তার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্টসহ করোনার অন্যান উপসর্গ দেখা দিলে গত ১৮ জুন তাকে রাজধানীর মগবাজারের রাশমনো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর অবস্থার অবনতি হলে বুধবার দিবাগত রাতে তাকে ল্যাবএইড হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। তারপর অবস্থার আরও অবনতি হলে তাকে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তর করা হয়। সুত্র-যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীকে সেনাপ্রধানের ধন্যবাদ

সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী করোনা মোকাবেলায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরা সৈনিক এবং এই যুদ্ধে আমরা সর্বতোভাবে নিয়োজিত থেকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ ও জনগণের কল্যাণে আত্মনিবেদন করছি।

দেশের এই ক্রান্তিকালে সেনাবাহিনীকে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বাহিনীর সকল সদস্যের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বৃহস্পতিবার সেনা সদর দফতরে বাহিনীর সব পর্যায়ের সদস্যদের নিয়ে দরবারে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বাহিনীর সব পদবির সদস্যের উদ্দেশে চলমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও ঘূর্ণিঝড় আম্পানসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। ভিটিসির মাধ্যমে সব সেনানিবাসে তার বক্তব্য শোনানো হয়। সেনাবাহিনীপ্রধান বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

করোনা মোকাবেলায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী তথা সব পদবির সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেন সেনাপ্রধান।
একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জনগণের সাহায্যে

দেশে আরও ৩৯৪৬ জনের করোনা শনাক্ত, মৃত্যু ৩৯

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩৯৪৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এবং । ফলে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১ লাখ ২৬ হাজার ৬০৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মারা গেছে ৩৯ জন। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬২১ জনে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে করোনা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বিশ্বের সব দেশেই ছড়িয়েছে করোনাভাইরাস। বাংলাদেশে গত মার্চে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়।